তারিখ ... 11 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

বদরগঞ্জে ভালো স্কুলে আসন সঙ্কট ভর্তি হতে পারছে না মেধাবীরা

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে আসন সংকটের কারণে মানসম্মত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না পিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। ফলে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা কখনো ছুটছেন জন প্রতিনিধিদের কাছে কখনোবা বিদ্যালয় প্রধানদের কাছে। অভিভাবকদের প্রত্যাশা একটাই আদরের সোনামনির জন্য যদি একটা ব্যবস্থা হয়।

জানা যায়, এবারে মোট ৬ হাজার ৩৬২ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় (পিএসসি) অংশ নেয়ার জন্য ফরম পূরণ করে। এর মধ্যে ১৯৭ জন শিক্ষার্থী রহস্যজনক কারণে অনুপস্থিত ছিল। এছাড়া ৩১ জন শিক্ষার্থী পিএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসের দেয়া তথ্য অনুযায়ী- এবারে মোট ৬হাজার ১৩৪ জন শিক্ষার্থী পিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। যার মধ্যে ৫৫৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের দেয়া তথ্য মতে উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মোট ৫৬টি। যার মধ্যে শহরে রয়েছে মোট ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, বদরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বদরগঞ্জ কলেজিয়েট হাইস্কুল, চাঁদকুঠির ডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও বদরগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। কিন্তু সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী এ দু'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৮০ জন শিক্ষার্থীর বেশি ভর্তি করাতে পারবে না। কারণ সরকারি নীতিমালায় বলা হয়েছে শুধু একটি শাখার জন্য ৫০ জন, দুটি শাখার জন্য ৯০ জন এবং তিনটি শাখার জন্য সর্বমোট ১৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে। তবে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ইচ্ছে করলে এর বেশিও ভর্তি করাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এসএম শহিদুল ইসলাম। বদরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ময়নুল ইসলাম শাহ জানিয়েছেন শুধু শহরের ৫শ' শিক্ষার্থী এবারে পিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও বদরগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলে মোট ২৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে শহুরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২২০ শিক্ষার্থী এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছেনা। তিনি বলেন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ইচ্ছে করলে আরো অনেক বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবেন। কিন্তু ওইসব শিক্ষার্থীর জন্য বাড়তি শিক্ষকসহ বাড়তি ক্লাসরুমের প্রয়োজন। এসব ঘাটতি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সহজেই বলা যায়, বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর মত ঝুঁকি ওই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কখনোই নেবে না। তিনি আরো বলেন, শহুরে শিক্ষার্থীরাই যদি মানসম্মত স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এদিকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এসএম শহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, আমার কাছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই মানসম্মত। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না ছুটলেও হবে।

অপরদিকে নবনির্বাচিত বদরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র উত্তম কুমার সাহা বলেন, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চাপে স্থির থাকা যাচ্ছে না। তাদের একটাই অনুরোধ যেমন করেই হোক ভর্তির ব্যবস্থা করুন। একই কথা বলেছেন বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ময়নুল হক সরকার। তিনি বলেন, অভিভাবকরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে চাপ দিচ্ছেন যাতে করে তাদের সন্তানকে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু উপায় কি! সরকারি নীতিমালার বাইরে তো আর যাওয়া যায় না।